দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

চান্দিনা (কুমিল্লা): নির্মাণের দেড় যুগের মধ্যেই স্কুল ভবন ধসে পড়েছে (বামে) স্থানীয় উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে টিনসেড ছাপড়া (ডানে) —ইত্তেফাক

বড় কলগাঁও প্রাইমারি স্কুলে শ্রেণিকক্ষ সংকট

■ মামুনুর রশিদ সরকার, চান্দিনা (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

উপজেলার মাধাইয়া ইউনিয়নের বড় কলাগাঁও সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে শিশু শিক্ষার্থীরা।

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ওই স্কুলে চার কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ভবনও নির্মাণ করা হয়। ২০১২ সালে প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (পিইডিপি-দুই) এর আওতায় দুই কক্ষ বিশিষ্ট আরো একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে নির্মিত চার কক্ষ বিশিষ্ট ভবন ২০১৪ সালে ধসে পড়ায় শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলানে নিরুপায় হয়ে পড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বৎসরাধিককাল অপেক্ষার পরও নতুন ভবন না হওয়ায় স্থানীয় উদ্যোগে একটি টিনের ছাপড়া ঘরে ক্লাস নেওয়া শুরু হয়। ২০১৬ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় এক বছর যাবৎ খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবুল আলম সরকার জানান, এ বিদ্যালয়ের ছয়টি শ্রেণিতে আড়াইশ' শিশুর পাঠ দিতে হয়। এই সমস্যা সমাধান করতে হলে কমপক্ষে পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ ছাড়াও অফিস কক্ষ এবং শিক্ষকদের মিলনায়তনসহ মোট সাত-আটটি কক্ষের প্রয়োজন। বর্তমানে স্থানীয় উদ্যোগে আরো তিনটি টিনসেট কক্ষ বানানো হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য নেই কোনো টয়লেট।

স্কুল কমিটির সভাপতি কাউসার আহমেদ জানান, নতুন ভবন নির্মাণের পাশাপাশি ধসে পড়া ভবনটি দ্রুত সরিয়ে না নিলে যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন জানান, রেজিস্ট্রার্ড বিদ্যালয় থেকে সরকারিকরণ হওয়ায় চান্দিনা উপজেলার পাঁচটি বিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি বিদ্যালয়ে নতুন ভবনের বরাদ্দ এসেছে। বড়কলাগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরো একটি বিদ্যালয়ের বরাদ্দ এখনো আসেনি। কিন্তু সেগুলোর সকল প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।